জনসংযোগ কার্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ০২২২৪৪৯১০৪৫-৫১
ফ্যাক্স: ০২২২৪৪৯১০৫২
ওয়েবসাইট: www.juniv.edu

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রথাগত রীতিনীতির পাশাপাশি সংস্কারমূলক চিন্তা–ভাবনাও ধারণ করতে হবে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ৬ষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর ভাষণে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'কর্মক্ষেত্রে সমাজ-সংসারে তোমরা ন্যায়-নীতি ও যুক্তির অনুশীলন করবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের সকলেরই পরমত সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সংবেদনশীল হওয়া জরুরি। এসবের মধ্যদিয়ে সমাজ এগিয়ে যায়। প্রথাগত রীতিনীতির পাশাপাশি সংস্কারমূলক চিন্তা–ভাবনাও ধারণ করতে হবে। পরিমিত–পরিশীলিত আচার–আচরণ এবং রুচি–ঔচিত্যবোধের উদারতায় নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।' কর্ম-প্রতিষ্ঠানে বাধা-বিপত্তির মোকাবেলার উপর গুরুত্বারোপ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, 'জগৎ সংসারে, কর্ম-প্রতিষ্ঠানে কাজের ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি আসতে পারে। বাধা–বিপত্তি বা অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। আলস্য ত্যাগ করে কাজের মধ্যে থাকতে হবে। অংশীদার হতে হবে বিশাল কর্মযজ্ঞের।' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের রাজনীতি প্রসঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষার্থিগণ মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন। এখানে তাঁরা রাজনীতির অনুশীলন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেন।' তিনি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দলীয় লেজুরবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠে রাজনীতি করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তার ভাষণে প্রধান বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী তাঁর ভাষণে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা এই মহান জাতির অগ্রসরমান অর্থনীতির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী। তোমরা কঠোর পরিশ্রমী হও। বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রার সংগ্রামে আগামী দিনের অধিনায়ক তোমরা। তোমাদের এই তারুণ্যের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস আমাদের অগাধ প্রত্যাশার উৎস। আমাদের সত্যিকারের সম্পদ তোমাদের ঈর্ষণীয় জীবনীশক্তি,

তোমাদের উদ্যম, সাহস, সৃষ্টিশীলতা, আত্মবিশ্বাস আর নেতৃত্বের দক্ষতা। কখনোই অল্পতে হতাশ হওয়া চলবে না; বরং চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন না করা পর্যন্ত নিত্য নতুন উদ্যমে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তোমরা অধ্যাবসায়, সততা, নিষ্ঠা, মেধা এবং মানুষের প্রতি সুগভীর মমতা দিয়ে অতি সাধারণ মানুষের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে ৭১ এর রক্তের প্রতিদান দিবে। তোমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সাহসিকতার সাথে। ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উন্নতির জন্য সবাইকে প্রস্তুত করবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের চাইতে মানুষের প্রতি কর্তব্য এবং সেবার বিষয়টি সবার আগে বিবেচনা করতে হবে।' অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ নূরুল আলম তাঁর ভাষণে সমাবর্তনে সনদপ্রাপ্তদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এ সময় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়ে অনন্য ও ঈর্ষণীয় অবস্থান তৈরি করেছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমরা সৌভাগ্যবান যে, জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো একজন বিশ্বনেতা পেয়েছি। যিনি বিচক্ষণতা ও নেতৃত্বের দৃঢ়তা দিয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার দিকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলছেন।' তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্তগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

বেলা সাড়ে তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত এই সমাবর্তনে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি মিলিয়ে সর্বমোট ১৫ হাজার ২১৯ নিবন্ধিত ডিগ্রিধারী অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন শিক্ষার্থীদের মাননীয় চ্যান্সেলরের নিকট উপস্থাপন করেন এবং মাননীয় চ্যান্সেলর তাঁদের সনদ প্রদান করেন। সমাবর্তনে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শেখ মোঃ মনজুরুল হক তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. রাশেদা আখতার কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের মাননীয় চ্যান্সেলরের সমীপে উপস্থাপন করেন এবং মাননীয় চ্যান্সেলর তাঁদের স্বর্ণপদক প্রদান করেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার (চুক্তিভিত্তিক) রহিমা কানিজ।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, পিএইচডি
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)